মুসলিম শরীফ ২৮৭৭ এর হাদিসে বলা হয়েছে:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ يَقُولُ " لاَ يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " .

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে,

আমি মৃত্যুর তিন দিন আগে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, "তোমাদের কেউ যেন আল্লাহর ব্যপারে ভালো চিন্তা না করে মৃত্যুবরণ না করে ।"

যে ইঙ্গিতগুলো থাকলে হয়তো একজন ব্যক্তির মৃত্যু হতে পারে :

- **কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়া।**
- **অতি বার্ধক্য।**
- **মারাত্মক দুর্ঘটনা।**

পবিত্র কুরআনের ৩১ তম সূরা লুকমান এর ৩৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন:

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلۡغَيۡثَ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡأَرۡحَامِۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسٞ مَّاذَا تَكۡسِبُ غَدٗاۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسُۢ بِأَيِّ أَرۡضٖ تَمُوتُۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرُۢ

-*নিঃসন্দেহে কেয়ামতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহই রাখেন। তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং জানেন যে গর্ভে কি আছে। কোন মানুষ জানে না আগামীকালের জন্য সে কি উপার্জন করবে, এবং কোন মানুষ জানে না কোন জায়গায় তার মৃত্যু হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, সর্বজ্ঞাত।*

এমন কোন নির্দিষ্ট লক্ষণ নেই যার এক মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি জানতে পারবে যে তার মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে।

এটা তার বান্দাদের প্রতি আল্লাহর রহমতের একটি উদাহরণ কারণ যদি কেউ জানত যে সে কখন মৃত্যুবরণ করবে এবং সে জানত যে তওবা করলে তার পূর্ববর্তী গুনাহগুলোকে মাফ করে দেওয়া হয়, তাহলে হয়তো সে পাপে লিপ্ত হতে পারে এবং খারাপ কাজ করতে পারে। এবং নিজেকে প্রতিশ্রুতি দিতে পারে যে তার মৃত্যুর এক ঘন্টা আগে সে অনুতপ্ত হবে এবং তার পাপ মোচন করাবে। কিন্তু এমন ব্যক্তি আল্লাহর দাস হওয়ার যোগ্য নয় বরং সে তার ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির দাস।

আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন। আমীন।